বিয়ে : অর্ধেক দ্বীন

বিয়ে করুন জীবন গড়ুন

মূল

আর্লি ম্যারিজ ক্যাম্পেইন টিম

সংকলন

গাজী মুহাম্মাদ তানজিল

সম্পাদনায়

কায়সার আহমাদ

শারঈ সম্পাদনা

সাইফুল্লাহ আল মাহমুদ

প্রকাশনায়

পথিক প্রকাশন

[পথ পিপাসুদের পাথেয়]

সূচিপত্র

সম্পাদকের কথা ৭

প্রথম অধ্যায় : দেরিতে বিবাহ

ইসলামের বিরুদ্ধে শতাব্দীর এক জঘন্য ষড়যন্ত্র দেরিতে বিবাহ ৯

প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার বয়স কত? বিয়ের উপযুক্ত সময় জেনে নিন! ১১

অধিক বয়সে বিয়ে করার পরিণতি! একটু ভাবুন নিজের
সর্বনাশ ডেকে আনছেন নাতো! ১৪

কেন তাড়াতাড়ি বিয়ে করা প্রয়োজন? ১৯

দেরিতে বিয়ে হতে পারে আপনার দাম্পত্য জীবনে অশান্তির কারণ........ ২২

সন্তানদেরকে সময়মত বিয়ে না দেয়া.. ২৩

বোনেরা বেকার ছেলেদের বিয়ে করবেন না! এটা অনেক
উত্তম একটা ব্যাপার... ২৬

পল্লীকবি জসীমউদ্দীনের কবিতায় বাল্যবিবাহের তথ্য!........................ ২৮

দ্বিতীয় অধ্যায় : বাল্যবিবাহ

বাল্যবিবাহ বন্ধ করেছে—এর সমাধান জেনে নিন............................ ২৯

বাল্যবিয়ে নিয়ে দুই শয়তানের গোপন পরামর্শ! ৩৩

একটি বাস্তবমুখী শিক্ষনীয় গল্প ৩৫

বাল্যবিয়ে বন্ধ নয় বরং বাল্য প্রেম-ভালোবাসার নষ্টামি বন্ধ করুন ৩৭

১৮ বছরের নিচে বিয়ে থামান, কিন্তু ১২ বছরের
মেয়েকে পতিতাবৃত্তির লাইসেন্স দেন কেন?.................................. ৩৯

বাল্যবিবাহ নয়, বাল্য লিভ-টুগেদার বাতিল করুন!........................... ৪০

তৃতীয় অধ্যায় : হারাম প্রেমে জড়ানো ও বিয়ের ব্যাপারে উদাসীনতা

প্রেম কি? যিনা কি? ও শাস্তি কি? ৪৪

লাভ ম্যারেজ নয়, ম্যারেজ উইথ লাভ! ৪৬

সমাজে অহরহ পরকিয়া, ডিভোর্স, দাম্পত্য জীবনে
অশান্তির মূল কারণ পরিবারের মধ্যে ইসলামের অনুপস্থিতি................. ৪৯

ইউনিভার্সিটিতে, ফেসবুকে ছেলে-মেয়ের বন্ধুত্ব এখন স্বাভাবিক ব্যাপার... ৫১

প্রেমের বিয়ে টিকেনা কেন?... ৫২

হালাল প্রেম বনাম হারাম প্রেম!... ৫৪

বিয়ের আগে প্রেম করা আর বিয়ের পর সংসার করা—দুটো ভিন্ন জিনিস . ৫৫
ছেলে পেলে হালি খানিক প্রেম করুক, প্রেমের নামে জিনার সাগরে ডুবে ডুবে জল খেয়ে মরুক তাতে অভিভাবকদের কোন মাথা ব্যথা নেই........ ৫৭
এখনকার মুসলিম তরুণদেরকে বিয়ের ব্যাপারে খুব উদাসীন দেখা যায় ৫৯

চতুর্থ অধ্যায় : বিয়ে নিয়ে যতসব অদ্ভুত প্রশ্ন!
বিয়ে করে বউকে খাওয়াবি কী?... ৬২
বেকারত্ব! প্রতিবন্ধকতা না মহৌষধ? ৬২
নিজের পায়ে দাড়িয়ে বিয়ে করবেন ভাবছেন? ৬৪
ভবিষ্যতে বউ ‘ফি সাবিলিল্লাহ’য় যেতে বাধা সৃষ্টি করতে পারে? ৬৫
বিয়ের পর সব ঠিক হয়ে যাবে? ৬৬
বর্তমান সময়ে ২০-২২ বছরের কোন যুবক যদি বিবাহ করতে চায়! ৬৮

পঞ্চম অধ্যায় : বিয়েতে সমাজের কুসংস্কার।
মেয়ের বাড়ি থেকে কি দিল? ৬৯
বিয়ের নামে চট্টগ্রামে আসলে হচ্ছেটা কি? ৭৩
বিবাহে প্রচলিত কু-প্রথা... ৭৫
বাংলার গ্রাম্য বিয়ে : কোনটি ইসলামে আছে বলুন?.......................... ৭৭

ষষ্ঠ অধ্যায় : কাকে বিয়ে করা উচিত?
বিয়ের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন? ৭৯
পাত্র-পাত্রী খোঁজা ৮৪
এমন কাউকে বিয়ে করুন যে আপনাকে আল্লাহর জন্য ভালবাসবে! ৮৫
বিয়ের জন্য ভাল ছেলের প্যারামিটার ৮৯
বিয়ে করুন তাকে যে কুরআনকে ভালবাসে.................................... ৯১
কেমন মেয়েকে বিয়ে করবেন?... ৯১
আমার কেন আপনাকে বিয়ে করা উচিত?...................................... ৯৬
পাত্র-পাত্রি নিয়ে কথোপকথন.. ৯৯

সপ্তম অধ্যায় : ইসলামে বিবাহের নিয়ম
সুন্নাহ অনুযায়ী বিয়ে!.. ১০১
হালাল সম্পর্ক (বিয়ে) হালাল রিজিক ও নেক স্ত্রী সন্তান লাভের দোয়া ... ১০৪
স্বামী স্ত্রীর মাঝে ভালোবাসা সৃষ্টি করে দেন আল্লাহ আর

প্রেমিক প্রেমিকার মাঝে ভালোবাসা সৃষ্টি করে শয়তান ১০৬
যেসকল সম্পর্কের ক্ষেত্রে বিয়ে নিষিদ্ধ! ১০৮
বিয়ের প্রস্তাব : করণীয় ও বর্জনীয় ১১০
বেটে খাটো বলে বিয়ের প্রস্তাব ফিরিয়ে দেয় নি যেই মেয়েটি! ১১৮
স্বামী স্ত্রী একে অপরের পোশাক ১২০
যে বিয়ের মোহর কুরআন শিখানো ১২২
কী জিনিস দ্বারা মোহর দিতে হবে? ১২২

অষ্টম অধ্যায় : সুখী সংসার গড়ার চাবিকাঠি

নারী তুমি সুন্দর; নিজ ঘরে নিজ আলোয়! ১২৫
স্বামীর ভালবাসা ও প্রীতি অর্জন করার জন্য মুসলিম
নারীদেরকে কিছু মূল্যবান উপদেশ ১২৯
হে বোন! শিক্ষা যেন তোমাকে বোকা না বানায়! ১৩১
আমাদেরকে সর্বাবস্থায় স্বামী/স্ত্রী বা বন্ধু নির্ধারণের ক্ষেত্রে
চারিত্রিক পবিত্রতাকে প্রাধান্য দিতে হবে ১৩৩
মহিলাদের বর্জনীয় অভ্যাস ১৩৫
মহিলাদের করণীয় কাজ ১৩৮
পুরুষদের দায়িত্ব-কর্তব্য ও করণীয় ১৩৮
ইসলামে স্বামীর প্রতি স্ত্রীর কর্তব্য ১৩৯
সংসার জীবনে সফল জনৈক বৃদ্ধার দুর্লভ সাক্ষাৎকার ১৪০
কন্যার দু'আ! এক মহিয়সী আরব মহিলার জীবন থেকে নেয়া ঘটনা ১৪৩
একজন বোনের কলম থেকে ১৪৫
স্ত্রীর ভালবাসা! ১৪৮

নবম অধ্যায় : জন্মনিয়ন্ত্রনের কুফল!

জন্মনিয়ন্ত্রণের কুফলেই সন্তান জন্মদানে অক্ষমতা বাড়ায় ১৪৯
নি:সন্তান ফারিয়ার গল্প ১৫১

দশম অধ্যায় : হে যুবক! তোমার জন্য একরাশ অনুপ্রেরণা!

কোন এক রাজকুমার আপনার অপেক্ষায়! ১৫৬
দুনিয়ার স্ত্রীকে রেখে জান্নাতী স্ত্রীর খোঁজে ১৫৯
উসমানি খিলাফতের সময় বিয়ের কিছু চমৎকার আইন ১৬৩
সৃষ্টিকর্তা নিজেই যখন বেকার যুবকদের বিবাহের জন্যে উৎসাহ দিয়েছেন! ১৬৪
ছেলে-মেয়েকে বিয়ে দিন সাবালক হলেই ১৬৬

সম্পাদকের কথা

সমস্ত প্রশংসা মহান আল্লাহ তায়ালার জন্য। সালাত ও সালাম বর্ষিত হোক তাঁর প্রিয় রাসুল ও নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি।

আল্লাহ মানবজাতিকে তৈরি করেছেন কেবল তাঁর ইবাদাতের জন্য। ইবাদাত শুধু সালাত, সিয়ামকেন্দ্রিক নয়, মানব জীবনের পুরো অধ্যায় হল ইবাদাতের অন্তর্ভুক্ত। আমাদের পারিবারিক, সামাজিক, রাষ্ট্রীয় সকল জীবন পরিচালিত হতে হবে মহান আল্লাহর প্রেরিত দিক নির্দেশনায়।

পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তায়ালা বলেছেন,

وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ.

আমি প্রত্যেক বস্তু জোড়ায় জোড়ায় সৃষ্টি করেছি, যাতে তোমরা হৃদয়ঙ্গম করো। (সুরা আয-যারিয়াতঃ ৪৯)

আল্লাহ মানুষকেও সৃষ্টি করেছেন জোড়ায় জোড়ায়। তাই মানুষ জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত পরস্পরের প্রতি নির্ভরশীল থাকে। জামায়াতবদ্ধভাবে জীবন যাপন করে। ব্যক্তি থেকে পরিবার, পরিবার থেকে সমাজের সৃষ্টি হয়। আর এর সূচনাই হয় বিবাহের দ্বারা। নারী-পুরুষের মাঝে বন্ধণ কায়েম করার সুন্দর পদ্ধতি হল বিবাহ। বিবাহ হল মানুষের জীবনে এক গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়, এক ইবাদত, এক প্রয়োজন, মানুষকে মানবজাতিতে পরিণত করার একমাত্র মাধ্যম, নারী-পুরুষের একে অপরের প্রতি যে শারীরিক ও মানসিক প্রয়োজন আছে তা পূরণের একমাত্র হালাল পথ।

জন্মের পর থেকে একজন মানুষ বড় হতে থাকে, তার শারীরিক ও মানসিক বিকাশ ঘটতে থাকে, ধীরে ধীরে চাহিদা বদলাতে থাকে। যোগ হতে থাকে নতুন নতুন প্রয়োজন। বিবাহ হল এমনি এক গুরুত্বপূর্ণ প্রয়োজন। যখন মানুষ কৈশোর বয়স পার করে যৌবনে উপনিত হয় তখনি তার বিয়ের বয়স হয়ে যায়। বিপরীত লিঙ্গের প্রতি এক প্রবল টান সে অনুভব করতে থাকে। ইসলাম এই সময়কে খুব গুরুত্ব আরোপ করে। এই সময় ইসলামের সকল বিধান তার উপর মানা ফরজ হয়ে যায়। মানুষকে নিজ জীবনে দ্বীন কায়েম করতে হয়, বিবাহ হল এই দ্বীনের একটি অংশ। আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, ‘বিবাহ হল অর্ধেক দ্বীন’।

বিয়ের বয়স হবার সাথে সাথে বিবাহ করার জন্য আল্লাহর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নির্দেশ দিয়ে গেছেন। কিন্তু দাজ্জালি সমাজ ব্যবস্থা তা হতে বাঁধা দেয়। দাজ্জালি সমাজ বিবাহের গুরুত্ব বেশ ভালো করেই জানে। তারা জানে, বিবাহ

বিলম্ব করলে বিবাহ উপযুক্ত ব্যক্তির দ্বারা গুনাহে জোড়ানো সহজ হয়ে যাবে। মুসলিম সমাজের ইয়াং জেনারেশনকে ধ্বংস করে দেয়া যাবে। এভাবে যুবক যুবতিরা বিবাহের বিকল্প হিসেবে হারাম পন্থা ব্যবহার করবে, এতে পারিবারিক ও সামাজিক ব্যবস্থা ভেঙ্গে পড়বে। পুরো সমাজে ফ্যাসাদ ছড়িয়ে পড়বে অতি সহজে। তাই বিভিন্নভাবে তারা বিবাহকে বিলম্ব করতে কাজ করছে। এর ভয়াবহ ফল আমরা সমাজে এখন দেখতে পাচ্ছি।

দাজ্জালি সমাজ পুরো শক্তি দিয়ে বিবাহকে বিলম্ব ও অতিকঠিন বানিয়েছে। প্রথমে উচ্চ শিক্ষা, ক্যারিয়ার তৈরি, জব ইত্যাদি কারণ দেখিয়ে বিয়েকে বিলম্বে নিয়ে এসেছে। অতঃপর স্কুল, কলেজ, ভার্সিটি, অফিস, এমনকি পথে-ঘাটে দুই বিপরীত লিঙ্গের মানুষকে কাছাকাছি নিয়ে এসেছে। ফলে প্রেমপ্রীতি নামক হারাম সম্পর্ক ও যিনাহর দুয়ার উন্মুক্ত হয়েছে। ছেলে মেয়ে ৩০+ বয়স হবার পর বিয়ের আসরে বসলেও হাজারো প্রথা, হিন্দুয়ানী যৌতুক ও সমাজকে দেখানোর জন্য অধিক মোহরানা ধার্য, ইত্যাদি দ্বারা বিয়েকে কঠিন করে তোলা হয়েছে। দিনশেষে বর্তমান সমাজে যিনা যত সহজ হচ্ছে বিবাহ তত কঠিন হচ্ছে।

লিবারেল, আধুনিক কোনো চিন্তা থেকে, বা নিজে নিজে সমাজের এই অবস্থা হয়নি। বরং খুব সূক্ষ্ম পরিকল্পনা করে তা বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। এতে পশ্চিমাদের লালিত সকল শক্তি কাজ করছে। শিক্ষক, মটিভেটর, মিডিয়া, প্রশাসন ও আইন সব কিছু ব্যবহার করা হয়েছে। যে পর্দানশিল নারী, ঘর নামক নিরাপদ স্থানে, নিজ কর্মক্ষেত্রে নিজেকে গুটিয়ে রেখেছিল; আজ ফোন, ইন্টারনেট, সোশাল নেটওয়ার্কিং সাইটের মাধ্যমে তাকেও হারাম সম্পর্কে দিকে টেনে নেয়া হয়েছে। অন্যদিকে মানুষের স্বাভাবিক চাহিদাকে গান, মুভি, পর্ণ ইত্যাদির মাধ্যমে হাইপার সেক্সুয়াল জীবে পরিনত করা হয়েছে। সর্বোপরি অভিভাবক ও সমাজের ব্রেইনওয়াশ করে বিবাহকে নিষ্ক্রিয় করে রাখা হচ্ছে।

এমতাবস্থায় দ্বীনী ব্যক্তিদের উচিত হল রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নির্দেশের দিকে ধাবিত হওয়া। দাজ্জালি প্রোপাগান্ডার বিরুদ্ধে আওয়াজ তোলা। বিবাহকে পুরানো রূপে ফিরিয়ে নেয়া। এই রকম উদ্দেশ্যে কাজ করছে ‘আর্লি ম্যারেজ ক্যাম্পেইন গ্রুপ’। গ্রুপের প্রারম্ভে থেকে এখন পর্যন্ত সদস্যদের লেখাগুলো বাছাই করে তার মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ কিছু লেখার সংকলন নিয়েই এই বই রচিত হয়েছে।

সবশেষে রাব্বুল আলামিনের নিকট দুআ করি, তিনি যেন এই বইটিকে কবুল করেন। এর সাথে সংশ্লিস্ট সকলকে পরিপূর্ণ প্রতিদান দেন। আমিন।

কায়সার আহমাদ
২১ জুলাই, ২০২০

খ্রিষ্টানদের বড় একটা চক্রান্ত হচ্ছে মুসলিম যুবকদের গোমরাহ করে রাখা। ইসলাম কী তা ওদেরকে বুঝতে না দেয়া? এটা কুফফারদের প্রাচীন কৌশল, তারা অতীতেও মুসলিমদের ঈমানী যজবা মুছে ফেলার জন্য ইহুদি নারী, মদ আর ক্ষমতা নামক অস্ত্র ব্যবহার করছিল। কালের পরিক্রমায় তাদের মস্তিষ্কে আরো ভয়ানক শয়তানী চিন্তা তৈরী হয়। তারা ভাবলো—এই অশ্লীলতা মুসলিম মেয়েদের মধ্যে ছড়িয়ে দিতে হবে। তাহলে মুসলিমদের পথভ্রষ্ট করতে আমাদের জনশক্তি লাগবেনা, ওরা নিজেরাই পথভ্রষ্ট হয়ে যাবে। ঠিক এমনটাই হচ্ছে এখন। তারা তাদের ষড়যন্ত্রে এখন পুরোপুরি সফল। বর্তমান সমাজকে বুঝিয়ে দেয়া হচ্ছে এই বলে যে, বিয়ে করতে হলে তোমার গাড়ি-বাড়ি দরকার। সমাজে প্রতিষ্ঠিত হওয়া দরকার। এখনকার যুবকেরা ভাবে ৩০ বছরের আগে বিয়ে করলে ক্যারিয়ারে বিশাল ক্ষতি হবে, অথচ রিযিক আল্লাহর হাতে। বরং আল্লাহই বলেছেন, বিয়ে করলে তিনি বরকত দিবেন, অসংখ্য গুনাহ মাফ হয়ে যাবে।

মেয়েদের মাথায় ঢুকানো হচ্ছে—তোমরা কেন পুরুষদের অধীনে থাকবে, তোমরা স্বাধীন হয়ে যাও। আর স্বাধীন হতে হলে তোমাকে পড়তে হবে, শিক্ষিত হতে হবে, দেশের জন্য কাজ করতে হবে, এর আগে বিয়ে করে সংসারী জীবনে ব্যস্ত হওয়া যাবেনা। বিয়ে করলে তুমি পুরুষের অধীনে চলে যাবে। তারা তোমাদের উপর প্রভাব খাটাবে। এসব বুঝিয়ে বিয়ে থেকে দূরে সরিয়ে দেয়া হচ্ছে। আর এসব চেতনাকে জাগিয়ে রাখার জন্য হাজার হাজার এনজিও কাজ করে যাচ্ছে। একটা ছেলে বা মেয়ে যদি তার পরিবারকে বলে—আমি অমুকের সাথে প্রেম করি, পরিবার একটু উচ্চবাক্য করতে পারে। কিন্তু যদি বলে—আমি অমুককে বিয়ে করেছি, তাহলে তাকে পরবিার থেকে বের করে দেওয়া হতে পারে। হতে পারে পিতা বা মা সন্তানকে ত্যাজ্য করে দিবে।

শুধুমাত্র যুবক যুবতীদের বিয়ে ভীতি তা নয়, পরিবারগুলোর ভয় আরও বেশি। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

تَزَوَّجُوا الْوَدُودَ الْوَلُودَ فَإِنِّي مُكَاثِرٌ بِكُمُ الأُمَمَ.

> এমন নারীকে বিয়ে করো, যে প্রেমময়ী এবং অধিক সন্তান প্রসবকারী। কেননা আমি অন্যান্য উম্মতের কাছে তোমাদের সংখ্যাধিক্যের কারণে গর্ব করবো।[১]

[১] সুনানু আবু দাউদ : ২০৫০। শাইখ আলবানি হাসান সহিহ বলে মত দিয়েছেন।

অথচ খুব বিচক্ষণতার সাথে ছড়িয়ে দেয়া হচ্ছে “দুটি সন্তানের বেশী নয়, একটা হলে ভাল হয়”-এই স্লোগানটি। এরপর হয়তো বলবে—একটিও না হলে ভালো হয়। মানুষকে জন্ম নিয়ন্ত্রনে উৎসাহিত করতে সরকার কোটি কোটি টাকা খরচ করছে। এসবই বিধর্মীদের প্রচার। চোখটা একটু ভাল করে খুললেই বুঝতে পারবেন ষড়যন্ত্রগুলো। আচ্ছা দেশে কি এমন পার্ক আছে, যেখানে প্রেমের আড্ডা বসেনা?

বিয়ে করার চেয়ে প্রেম আর লিভ টুগদোর করা অনেক সহজ। প্রেম করলে পরিবারের সম্মান নষ্ট হবেনা, কিন্তু অল্প বয়সে বিয়ে করলে পরিবারের মুখে থুতু দিবে—এমন চিন্তা নিয়ে বসে আছে পরিবারগুলো। তাই আসুন, কুফফারদের এই গভীর চক্রান্তকে ধ্বংস করে দিই, সমাজে ‘আর্লি ম্যারিজ’-এর বিপ্লব ঘটাই।

প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার বয়স কত? বিয়ের উপযুক্ত সময় জেনে নিন!

বালেগ হওয়ার কোনো নিদর্শন পাওয়া গেলে ছেলে-মেয়েকে প্রাপ্ত বয়স্ক ধরা হবে। তবে একটি কথা মনে রাখা অতীব জরুরি যে, সাধারণত কোনো মেয়ে নয় (৯) বছরের পূর্বে, আর কোনো ছেলে বারো (১২) বছরের পূর্বে বালেগ হয় না। পনেরো (১৫) বছর অতিক্রম করার পর কেউ নাবালেগ থাকে না।[২]

সুতরাং যেসব মেয়েদের বয়স ৯-১৭ বছর, তারা কেউ নাবালিকা নয়, আবার যেসব ছেলেদের বয়স ১২-১৭ বছর, তারাও কেউ নাবালক নয়। তারা যদি প্রেম করতে পারে, এই বয়সে অবৈধ সম্পর্কে জড়াতে পারে, তাহলে এই বয়সে বিয়ে করলে সেটা বাল্যবিয়ে হবে কেনো? যে বুঝে তার বিয়ে করা দরকার, সে অবশ্যই বুঝমান ব্যক্তি, তাকে আপনি নাবালক বলতে পারেননা। তাই বিয়ের বয়স ছেলেদের ২১ বছর, আর মেয়েদের ১৮ বছর—এরকম নির্দিষ্ট করে ইসলামি শরীয়তে বলা নেই, তাই কোন মানবরচিত আইনের অধিকার নেই বলপ্রয়োগ করার, যখন আল্লাহ তায়ালা বিয়ের বয়স নির্ধারণ করে দিয়েছেন।

বাল্যবিয়ে

শরীয়তের দৃষ্টিতে বাল্যবিয়ে অর্থাৎ বালেগ হওয়ার পূর্বেই ছেলে-মেয়েকে বিবাহ করিয়ে দেয়া নিষিদ্ধ নয়। তবে এ ধরনের বিবাহের প্রতি উৎসাহিত করা হয়নি।

[২] আদ্দুররুল মুখতার ও শামী : ৬/১৫৩-১৫৪।

সুতরাং বাল্যবিয়েকে আইনের মাধ্যমে নয় বরং নিরুৎসাহিত করণের মাধ্যমে রোধ করাই হবে একজন প্রকৃত মুসলমান ও জ্ঞানী ব্যক্তির কাজ। অনুরূপ আইন করে নির্দিষ্ট বয়সের আগে বিয়েকে অবৈধ বলা যেমন শরীয়তবিরোধী, তেমনি নৈতিক অধঃপতনেরও কারণ। এ ধরনের আইন মানুষকে মিথ্যার আশ্রয় নিতে বাধ্য করে। বিষয়টি অতীব বিবেচনাযোগ্য। এখানে উল্লেখ্য যে, সাধারণভাবে বাংলাদেশে ১৮ বছরের পূর্বে মেয়েদের ও ২১ বছর পূর্বে ছেলেদের বিবাহ আইনত নিষিদ্ধ। কিন্তু বিশেষ ক্ষেত্রে ১৬ বছরের বয়সেও বিয়ে করতে আইনী সুযোগ রয়েছে।

ছেলের বয়স ২৩, ছেলেকে বিয়ে করাচ্ছেন না, কারণ আপনার ধারনা, ছেলে এখনও ছোট। আপনার কাছে ছেলে অবশ্যই ছোট। কিন্তু সে নিজে জানে, সে আসলে কতটা বড় হয়ে গেছে। সে এটা আপনাকে বিস্তারিত বলতে পারে না। বলতে গেলে আপনার চাইতে সেই বেশি লজ্জা পাবে। আপনি বলতে পারেন ছেলে বিয়ে করলে বউকে খাওয়াবে কী? প্রশ্ন হচ্ছে, যে মেয়েটাকে সে এখন বিয়ে করার কথা ভাবছে, সে কি তাহলে এত বছর না খেয়ে ছিল? বিয়ে যদি আরও পাঁচ বছর পরও হয়, মেয়ে কি না খেয়ে থাকবে? মেয়ে যদি বিয়ে ছাড়া কোনভাবেই না খেয়ে না থাকে, তাহলে শুধু বিয়েটা পড়ানোর পরেই কেন খাওয়ার চিন্তা আসবে? মেয়ে তার বাবার কাছে থাকুক, ছেলের যখন সামর্থ হবে, তখন মেয়েকে নিয়ে আসবে নিজের কাছে।

এখন দেখা যাক এর সুবিধা-অসুবিধা গুলো :

সুবিধাগুলো হলো:

১. ছেলের জীবনে টেনশন জাস্ট অর্ধেক হয়ে যাবে। মানসিক প্রশান্তি অর্জন করবে।

২. বিয়ের পরে মানুষ গোছালো হয়। এই বয়সের ছেলেরা অত্যন্ত অগোছালো হয়, অপেক্ষায় থাকে কেউ একজন এসে তার জীবনটাকে গুছিয়ে দিয়ে যাবে। একজন স্ত্রী ছাড়া কোন গার্লফ্রেন্ডের পক্ষে এটা সম্ভব না।

৩. ডেটিংয়ের পেছনে যা খরচ হত, তা দিয়ে তারা দুজন বিয়ের পর দিব্যি প্রেম করে যেতে পারবে, কারও গুনাহ হবে না।

৪. পর্ণ নামক জিনিসটার বাজার দরে ভাটার টান পড়বে। তরুণ বয়সীরা যখন জৈবিক চাহিদা বৈধভাবে মেটানোর সুযোগ না পায়, তখন তারা আলটিমেটলি বিকৃত উপায়ের দিকে আরও বেশি ঝুঁকতে থাকে। এই জিনিস কোনক্রমেই আপনি

রুখতে পারবেন না। এগুলো হল একটা পানির স্রোতের মত, কেননা কোনো একদিকে তা গড়াবেই। বিয়েই এর একমাত্র সমাধান।

৫. আপনি নিজে (ছেলের মা-বাবা) স্ট্রেস ফ্রি থাকবেন। ছেলে কই কার সাথে কি করছে তা দেখার ভারটা ছেলের বউই তখন নিতে পারবে।

৬. ছেলে ও মেয়ে দুজনেই তখন স্যাক্রিফাইস করা শিখবে। এই শিক্ষাটা না থাকায় এখন দিন দিন মানুষের জীবন কঠিন হয়ে যাচ্ছে।

অসুবিধাগুলো হচ্ছে:

১. কিছু টাকা-পয়সা খরচ হতে পারে।

২. লোকে বদনাম করতে পারে।

৩. ছেলে-মেয়ে দুজনেই ৬-৮ মাস পড়াশুনাতে একটু ঢিল দিতে পারে।

৪. আপনি যদি মোবাইল কোম্পানির মালিক হন, তাহলে এটা আপনার ব্যবসার জন্য ক্ষতিকর।

৫. যদি আপনি পর্ণ ইন্ডাস্ট্রির মালিক হন, তাহলে এটা আপনার জন্য ক্ষতিকর।

৬. ছেলে হয়তো পুরোপুরি আপনার কন্ট্রোলে নাও থাকতে পারে। এটা নির্ভর করে ছেলের ব্যক্তিত্বের ওপর। সারা জীবন তাকে কি শিখালেন তার ওপর। যদি পুরুষ হিসেবে গড়ে তুলতে পারেন। কিভাবে স্ত্রী ও মা দুজনকে একসাথে নিয়ন্ত্রন করতে হয় সেটা সে (ছেলে) দেখবে (যদি আপনারা ঠিক থাকতে চান)।

উপযুক্ত সুবিধা অসুবিধা বলা হয়েছে মডার্ণ চিন্তাধারার মানুষকে উদ্দশ্যে করে অন্যথায় এতে ব্যক্তির দ্বীন ও চরিত্র হেফাজত থাকবে, হাজারো পাপ থেকে বেঁচে যাবে। দ্বীন পালন সহজ হবে। অন্যদিকে অসুবিধাগুলো সমাজকেন্দ্রিক এবং খানিটা অর্থকেন্দ্রিক আর আল্লাহ বিধান পালনে ও গুনাহ থেকে বেঁচে থাকা নিশ্চিতকরণে এই সাময়িক অসুবিধাগুলো ধর্তব্য হবে না।[৩]

এখন আমাদের অভিভাবকদের এই ম্যাসেজটা দেয়ার সময় হয়েছে যে, তারা ঠিক করুক তারা কী চায়। তারা যদি চায় আগামী পাঁচ ছয় বছর ছেলে দিনে ডেট আর

[৩] সম্পাদক কর্তৃক সংযোজিত।